ব্যক্তিমানষের প্রাইভেসি

আবদুর রাউফ

যখন মিডিয়া বাজারের পণ্য

দিন যত যাচ্ছে বেসরকারি সংবাদমাধ্যমগুলির পারস্পরিক প্রতিযোগিতা ততই তীব্রতর হচ্ছে। বাজারের টিকে থাকতে হলে এবং সংবাদমাধ্যম পরিচালনা করে মুনাফা ওঠাতে হলে এই প্রতিযোগিতা অবশ্যম্ভাবী। বাণিজ্যিক খবরের কাগজ এবং অন্যান্য সমগোত্রীয় পত্রপত্রিকার তুলনায় বৈদ্যুতিন মাধ্যমের বেসরকারি চ্যানেলগুলির মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা অনেক বেশি তীব্র। ফলে এমন সব প্রোগ্রাম টিভির পর্দায় হাজির করা হয় যেগুলি দর্শকমণ্ডলীর বৃহদংশ সহজেই আকর্ষণ করতে পারে। তাই মূলত যৌন প্রবৃত্তিতে সুড়সুড়ি দেয় এমন নাচগান, খুনখারাপি, অপহরণ ইত্যাদির মতো শিহরন জাগানো কাহিনির সিরিয়াল, আতঙ্ক জাগানো ভৌতিক সিরিয়াল ইত্যাদি প্রোগ্রামের এমন রমরমা। পারিবারিক বিভিন্ন সম্পর্কের টানোপোড়েনের সেন্টিমেন্টাল কাহিনি, স্লট ভাড়া করে জ্যোতিষীদের সম্ভাব্য খদ্দের পটানোর প্রোগ্রাম এসব তো আছেই, এর সঙ্গেও আছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নামি ব্যক্তিদের কেচ্ছাকাহিনি ফাঁস করে দিয়ে হইচই ফেলে দেওয়ার প্রোগ্রাম। নামকরা ব্যক্তিদের কেচ্ছা শুনতে জনসাধারণের বেশিরভাগই পছন্দ করে বরাবরই। ফলে এর চাহিদা থাকায় একদল রিপোর্টারদের কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে খ্যাতিমান ব্যক্তিদের প্রাইভেট লাইফ বা অন্দরমহলের জীবনে উঁকিঝুঁকি মারা।

কেচ্ছার চাহিদা থাকায়. তা নিয়ে ব্যবসা করার তাগিদ থেকে মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত জীবনযাপনের ধরনকে বাজারের পণ্য করে তোলার বিদ্ধে আপত্তি উঠছে খুব সংগত কারণেই। আপত্তি তুলছেন মূলত সমাজের খ্যাতিমান মানুষেরাই। কারণ তাঁদের বেশিরভাগেরই প্রাইভেট লাইফ এবং পাবলিক লাইফের মধ্যে ফারাক থাকে। পাবলিক লাইফে তাঁরা যে ভাবমূর্তি বজায় রাখতে চানতাঁদের প্রাইভেট লাইফের স্বরূপের সঙ্গে সব সময় সেটা সংগতিপূর্ণ হয় না। খুব স্বাভাবিক কারণেই প্রশ্ন উঠতে পারে, কেন হয় না? তাহলে কি পাবলিক লাইফে তাঁদের যে স্বরূপ তার মধ্যে ভণ্ডামির খাদ কিছু মেশানো থাকে? হয়তো অনেকের ক্ষেত্রেই একথাটা সত্যি। অর্থাৎ খাদ কিছু মেশানো থাকে? কিন্তু যাঁরাই যশের অধিকারী হয়েছেন তাঁদের সবাইকেই এরকম মনে করাটা কিছুতেই সংগত হতে পারে না। যাঁদের চরিত্রে তেমন কোনো ভণ্ডামি নেই তাঁরাও কিছু তাঁদের প্রাইভেট লাইফে উঁকিঝুঁকি মারাটা পছন্দ করেন না। যারা এরকম করে তাদের কাজটাকে তাঁরা গর্হিত এবং অনৈতিক আখ্যা দিয়ে থাকেন।

এভাবে অনৈতিক আখ্যা দিলে অবশ্য অন্য প্রশ্ন এসে যায়। অন্যের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কৌতূহল এবং তা নিয়ে রসালো পরচর্চার সঙ্গে নীতিবোধের প্রশ্ন জড়িয়ে গেল কেমন করে? আমাদের দেশের সামাজিক জীবন সামন্ততান্ত্রিক পর্যায়ে এধরনের নীতিবোধের বালাই ছিল না। এখন ব্যক্তিবিশেষে সমাজনিরপেক্ষ কোনো প্রাইভেট লাইফ থাকতে পারে — এমন কথা স্বীকার করাই হতনা। ব্যক্তির জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সমাজের বাইরে অন্য কোনো প্রাইভেট লাইফ থাকতে পারে — এমন কথা স্বীকার করাই হত না।ব্যক্তির জন্ম তেকে মৃত্যু পর্যন্ত সমাজের বাইরে অন্য কোনো স্বাতন্ত্র্য যে থাকতে পারে — এমন ধারণায় আমরা অভ্যস্ত হয়েছি নিতান্তই হাল আমলে। রেনেসাঁ পরবর্তী ইউরোপেই সর্বপ্রথম ধর্মীয় বিধিনিষেধ তথা চার্চের বন্ধন থেকে ব্যক্তির মুক্তির আকাঙ্ক্ষা বিকাশলাভ করে। এই আকঙ্ক্ষাই ব্যক্তির স্বাধীনতা, তার বিবেকের মুক্তি, তার ভালোবাসার স্বাধীনতা (ইংরেজিতে যাকে বলা হয় Freedom of Individual, Freedom of conscience , Freedom of Love) ইত্যাদি ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী ধারণায় পরিণতি লাভ করে। ব্যক্তিকে ধর্ম ও সামন্ত্রতান্ত্রিক সমাজের যাবতীয় বিধিনিষেধ থেকে পুরোপুরি মুক্তি দেওয়ার এই ধারণার সঙ্গে সঙ্গে বিকাশলাভ করে নতুন ধরনের নীতি নৈতিকতার চেতনা।

এধরনের অভিনব নৈতিকতার চেতনার সঙ্গে পুঁজির স্বাধীনতা তথা ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিকাশের যে ওতপ্রোত সম্পর্ক ছিল সে কথা বলাই বাহুল্য। শুতে বণিক - পুঁজির মালিকেরা ব্যক্তিস্বাধীনতার দাবিদার হয়ে উঠেছিল। বাণিজ্য, লুঠতরাজ ইত্যাদি উপায়ে সংগৃহীত এন্তার পুঁজি ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের নতুন নতুন কৌশলকে কার্যকরীভাবে কাজে লাগানোর অবাধ অধিকার অর্জনের তাগিদ থেকে। তখন তাদের এই অধিকার অর্জনের পথে বাধা ছিল ধর্মীয় এবং সামাজিক বিধিনিষেধে আবদ্ধ ব্যক্তি মানুষের স্বাতন্ত্র্যহীনতা। তাই ব্যক্তির চূড়ান্ত স্বাধীনতাকে তার মৌলিক অধিকার হিসেবে গণ্য করা হল। এবং এই প্রক্রিয়ায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সংগতি রেখে বিকশিত হল নতুন ধরনের নৈতিকতার চেতনা।

এই নতুন ধরনের নৈতিকতার চেতনার বশবর্তী হওয়ার ফলেই আধুনিক মানুষ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে চূড়ান্ত মর্যাদা দিতে গিয়ে ব্যক্তিমানুষের পাবলিক লাইফ এবং প্রাইভেট লাইফের ভেদরেখা টেনে দেওয়ার তাগিদ অনুভব করে। প্রাইভেট লাইফ উঁকিঝুঁকি মারলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভবনা থাকায় তেমন কাজকে নীতিহীন হিসেবে গণ্য করার মনোভাব গড়ে তোলে আধুনিক মানুষ। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে পাশ্চাত্যের প্রাভাবে আমাদের দেশে যাঁরা আধুনিক মানুষ হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেনব্যক্তিমানুষের প্রাইভেট লাইফের ক্রিয়াকালাপ প্রকাশ্যে টেনে আনাটাকে অনৈতিক বলে গণ্য করতে শু করেন তাঁরাই। ব্যক্তির প্রইভেট লাইফের আচরণ যদি অন্য কোনো ব্যক্তির জন্য ক্ষতিকারক না হয় তাহলে তেমন আচরণের প্রাইভেসি রক্ষার অধিকার তার মৌলিক অধিকারের পর্যায়ভুক্ত হয়ে ওঠে আমাদের দেশেও এইভাবে শিক্ষিত মানুষের আধুনিক হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া থেকেই। যারা আধুনিক হয়ে ওঠা নিয়ে মাথা ঘামায়নি তাদের কথা অবশ্য এক্ষেত্রে ধর্তব্যের মধ্যে আসে না।

ধর্তব্যের মধ্যে না এলেও যারা আধুনিক হয়ে ওঠা নিয়ে মাথা ঘামায়নি তাদের সংখ্যাই যে আধুনিকদের তুলনায় অনেক বেশি একথাটা খেয়াল রাখাটা জরি। তা ছ

াড়া মানুষের মজ্জাগত পরচর্চার প্রবণতাটি ঝিব্যাপী বিদ্যমান -- একথাটাও ভুললে চলে না। কারণ গণমাধ্যমগুলির ব্যবসায় জনসাধারণের এই অংশের ভূমিকা অপরিসীম। এই ব্যবসায় প্রতিযোগিতা যতই তীব্র হচ্ছে ততই আধুনিকতার নীতি - মূল্যবোধ নিয়ে যারা মাথা ঘামান না জনসাধারণের সেই বৃহদংশকে বিশেষ করে বেসরকারি গণমাধ্যমগুলি পেতে চাইছে তাদের পাঠক কিংবা দর্শক হিসেবে। এই ব্যবসায় যারা লিপ্ত তারা জানে জনসাধারণের এই অংশের কাছে পরচর্চা বিশেষ করে সমাজের গণ্যমান্যদের প্রাইভেট লাইফের কেচ্ছা কতখানি আকর্ষনীয়। যদি সেটা যৌন কেচ্ছা হয় তাহলে তো আর কথাই নেই। তার আকর্ষণ হয়ে ওঠে দুর্নিবার। যে গণমাধ্যমের পাপারাতজিরা (লেডি ডায়না কেলেঙ্কারির পর থেকে শব্দটি এখন অতি পরিচিত) গণ্যমান্যদের প্রাইভেট লাইফে সিঁদ কেটে এধরনের কেচ্ছা বের করে আনতে পারে তাদের ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধি আর সবাইকে ছড়িয়ে যায় অতি দ্রুত। শ্রীবৃদ্ধির মানেই যে অধিক থেকে অধিকতর মুনাফা -- একথা কে না জানে। মুনাফা না বাড়ালে তীব্র প্রতিযোগিতার বাজারে ইদানীং টিকে থাকাই মুশকিল।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, গণ্যমান্য ব্যক্তিদের প্রাইভেট লাইফের কেচ্ছাগুলি এখন মিডিয়া ব্যবসার বাজারে মুনাফা বৃদ্ধির পণ্য। এধরনের পণ্যের উপভোক্তা থেকেই কেচ্ছার ভক্ত। তাদের পরচর্চার বিষয় হয়ে ওঠে মূলত তাদের পরিচিত পরিমণ্ডলে কারও না কারও প্রাইভেট লাইফের কেচ্ছা - কেলেঙ্কারি। এটাকে মানুষের (ব্যতিক্রমী মানুষ অবশ্যই আছে এবং থাকবেন) চিরায়ত প্রবণতা কিংবা প্রবৃত্তিও বলা যায়। যে প্রবৃত্তি অনেকখানি যৌনতা সম্পৃক্তও বটে। তা না হলে গণ্যমান্যদের প্রাইভেট লাইফের যৌন কেলেঙ্কারিগুলির খুঁটিনাটি জানার জন্য মানুষের এত অদম্য আগ্রহ জাগত না। এই প্রবৃত্তির কাছে হার মেনে যাচ্ছে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের প্রাইভেসি সংক্রান্ত নৈতিকতার ধারণাটি।

নৈতিকতার ধারণা শুধু নয়, বহু ক্ষেত্রেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের সপক্ষে এই ধারণাটিকে আইনি মান্যতা দেওয়া হচ্ছে অর্থাৎ মানুষের প্রাইভেসি কারও অন্যবশ্যক হিসেবে গণ্য হয়। ব্যক্তিমানুষের জীবনে প্রাইভেসি রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি থেকেই রচিত হয়েছে এধরনের আইন। প্রাইভেসি রক্ষার অধিকার না থাকলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী মানুষ বহুক্ষেত্রেই তার পাবলিক লাইফে ভাণ্ডামির আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। এধরনের ঘটনা সাধারণত ঘটে সাধারণ মানুষের তুলনায় অধিকতর ক্ষমতাধর মানুষদের জীবনে। সাধারণ মানুষের জন্য যেসব বিধিনিষেধ প্রযোজন সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য প্রতিভাধর মানুষদের সব সময় সে ধরনের বিধিনিষেধের বেড়াজালে বেঁধে রাখা সম্ভব হয় না। জোর করে সম্ভব করে তুলতে চাইলে এধরনের মানুষদের প্রতিভার স্ফূর্তি ব্যাহত হয়। তাই তাঁদের জন্য প্রাইভেসি জরি। প্রতিভাধর মানুষের প্রাইভেট লাইফ যতক্ষণ সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কারণ না হয়ে উঠছে ততক্ষণ, সেই জীবনকে জনসমক্ষে টেনে না আনাই ভালো। টেনে আনলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য কিংবা ব্যক্তিস্বাধীনতার অমর্যাদা করা হয়। এটাই রেনেসাঁ পরবর্তী পর্যায়ে বিকশিত ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রাথমিক পর্যায়ে নতুন ধরনের নৈতিকতার চেতনা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিল এবং আজও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী মানুষেরা এধরনের চেতনাকে মান্যতা দেওয়ারই পক্ষপাতী।

কারণ তাঁরা জানেন, কেবল প্রতিভাধর মানুষেরই নন, প্রতিটি ব্যক্তিমানুষ তাঁর এমন কোনো কোনো চাহিদা (তা সে সূক্ষ্ম কিংবা স্থুল যাই - হোক না কেন) সমাজে কোনো রকম উপদ্রব সৃষ্টি না করেই মিটিয়ে নিতে পারেন যা নিয়ে আরপাঁচজনের মাথাব্যথার কোনো কারণই থাকতে পারে না। তাঁরা একথা ও জানেন, প্রাইভেট লাইফে তেমন সুযোগ থাকলে অন্তত মানসিক দিক থেকে মানুষের পক্ষে সুস্থ ও স্বাভাবিক থাকা অনেক বেশি সহজসাধ্য এমন জীবনযাপন করতে হয় যাকে আর যাই হোক স্বাভাবিক বলা যায় না। রেনেসাঁ পরবর্তী ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিকাশে জীবনে প্রাইভেসি রক্ষার ব্যাপারটাকে নতুন ধরনের নীতিবোধের কাঠামোর সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল।

কিন্তু ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার আর একটি অনিবার্য পরিণতি এড়ানো সম্ভব না হওয়ায় তীব্র প্রতিযোগিতা এবং মুনাফা, আরও বেশি মুনাফার চক্করে পড়ে প্রাথমিক পর্যায়ের নীতিবোধের কাঠামোতে এসেছে অবক্ষয়। বিশেষ করে মিডিয়া ব্যবসায় মানুষের প্রাইভেট লাইফও অন্যতম বিক্রয়যোগ্য পণ্য হয়ে ওঠায় উল্লিখিত নীতিবোধের আর কোনো বালাই থাকছে না। অবশ্য শুধু মিডিয়া ব্যবসায়ীদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী মানুষেরাও অবক্ষয়ী ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে তাল মিলিয়ে স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠেছেন অতিরিক্ত মাত্রায়। প্রাইভেট লাইফ এবং পাবলিক লাইফের পার্থক্য বিধানের ধারণটার সুযোগ নিয়ে কিংবা প্রাইভেসি সুরক্ষার আড়াললাটে কাজে লাগিয়ে তাঁরা যা করেন সেটাকে চূড়ান্ত ভোগবাদী স্বেচ্ছাচার ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। এধনের স্বেচ্ছাচার কোনো একটা পর্যায়ে সামাজিক জীবনে উপদ্রব সৃষ্টির কারণ হয়ে ওঠেই। সেই পর্যায়ে মিডিয়া ব্যবসায়ীরা যদি এগিয়ে এসে সেই স্বেচ্ছাচারকে ফাঁস করে দিতে শু করে তাহলে নিছক মুনাফা শিকারী বলে তাদের গালাগাল করে কিছু লাভ হয় না।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com